আজকের কাগজ

তারিখ ... 03 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

43

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের দাবিতে ১৭টি সংগঠনের স্মারকলিপি পেশ

আমানুর আমান ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের দাবি জোরদার হয়েছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহ ১৭টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে গত ২৯ জুলাই উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে আগামী বছরের বিজয় দিবসের পূর্বেই ভাস্কর্য নির্মাণ চূড়ান্ত করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। নইলে আন্দোলন শুরু হবে বলে উপাচার্যকে সাবধান করে দিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। একাত্তরের নরঘাতকদের অনুসারী বাহিনী ইসলামী ছাত্র শিবির প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের তথাকথিত পবিত্রতা রক্ষার্থে ভাস্কর্য নির্মাণের বিরোধিতা করেছে। এদের সাথে হাত মিলিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারি যারা প্রকাশ্যভাবেই জামাত সদস্য। এদের ইন্ধনে ছাত্র শিবির উপাচার্যের কাছে সশস্ত্র অবস্থায় যেয়ে ভাস্কর্য নির্মাণের বিরুদ্ধে হুমকিসহ স্মারকলিপি পেশ করে। ফলে উপাচার্য ডঃ ইনাম-উল-হক ও ভাস্কর্য বাস্তবায়ন কমিটি বর্তমানে দারুণ বিপাকে পড়েছে। সরলমনা প্রগতিবাদী উপাচার্য ডঃ হকের সাথে কথা বললে তিনি জানান, "মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মিত হলে ইসলামের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কারণ ইসলামে শিল্পকলার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ইসলামের ইতিহাসের একজন অধ্যাপক হয়ে তিনি একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারেন বলে জানান। অথচ ইসলামের ধ্বজাধারী ইসলামী ছাত্র শিবির নামের সাম্প্রদায়িক সংগঠনটি মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণের বিরুদ্ধে খড়্গ হস্তই। কেবল নয় প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের যারা ভাস্কর্য নির্মাণের স্বপক্ষে তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য হত্যার হুমকি দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মেইন গেটে মিছিল, মিটিং নিষিদ্ধ হলেও তারা নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে সশস্ত্র অবস্থায় এগুলো চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সশস্ত্র অবস্থানের ব্যাপারে প্রক্টরকে অবহিত করলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বলে ছাত্রনেতাদের অভিযোগ। এদিকে অবিলম্বে ভাস্কর্য নির্মাণের দাবিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রগতিশীল শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারি ও সর্বস্তরের ছাত্রছাত্রীরা জোর দাবি জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে তারা উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপিও পেশ করেছে। সংগঠনগুলো হচ্ছে, ছাত্রলীগ (শা-পা), জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র মৈত্রী, জাতীয় ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ (আ-ফু)। সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলারমুখ, জাসাস, রনন, গণশিল্পী সংস্থা, উচ্চারণ, উচ্ছ্বাস, আমরা, বিশ্ববিদ্যালয় থিয়েটার। সংগঠনগুলো অবিলম্বে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ করে স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখার দাবি জানিয়েছে।